০৩-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - উন্নতি-সাধনের একমাত্র নির্দেশক শিববাবা। তাই কেবলমাত্র ওঁনার মত অনুসারেই সদা চলতে থাকো। বাবার সাচ্চা-বাচ্চা হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকার নাও"

প্রশ্ন :- বিপিতা অর্থাৎ সৎবাপের বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ের উপর নিশ্চয়তা না আসার কারণে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী বাচ্চা হতে পারে না ?

উত্তর :- সৎবাপের বাচ্চাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাই আসে না যে, পবিত্র হতে পারলে তবেই তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়ারও যে স্থাপনা হতে পারে না। আর এই বিষয়েই যখন নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস আসে, তখনই সে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী হয়। বাবার সাচ্চা বাচ্চাদের নিদর্শন হলো, বাবার উপযুক্ত বাচ্চা হবার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে থাকা এবং বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে নিজেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ রূপে গড়ে তোলো।

♪♪ গীত :- নিজের ভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি
. আমি এক নতুন দুনিয়া রচে এসেছি.....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, গীত তো শুনলে। এ তো তোমাদেরই বক্তব্য, তোমরা তেমন পাঠশালায় এসেছো, যাকে কোনও সাধারণ সৎসঙ্গ বলা চলে না। যেখানে তোমরা সত্যের সঙ্গী। এই সত্য বলা হয় কেবলমাত্র একজনকেই-পরমপিতা পরমাত্মাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন সেই সত্য অর্থাৎ অসীম বেহদের বাবার কাছেই বসে আছো। এই বাবা কিন্তু বাস্তবে দুইজন। একজন জাগতিক হদের বাবা এবং অপরজন অসীম বেহদের বাবা। একজন সব আত্মাধারীদের নিরাকারী বাবা, অপরজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা এখন এই দুই বাবার সান্নিধ্যে রয়েছো। অসীম বেহদের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি একজনই। যিনি ভক্তদেরও ভগবান। ভক্ত তো অসংখ্য, কিন্তু ভগবান একজনই। যিনি নিরাকার, তিনিই সেই অসীম বেহদের বাবা। আর অপরজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা যিনি জাগতিক হদের বাবা। এছাড়াও তৃতীয় আর একজন আছে যিনি জাগতিক লৌকিক বাবা অর্থাৎ শরীরের জন্মদাতা। যে শরীরের জন্ম হয় বিকারের দ্বারা। তাকে কুখ-বংশাবলী অর্থাৎ শরীরধারীর দ্বারা সৃষ্ট শরীরের বাবা বলা হয়। বর্তমানের এই কলিযুগী দুনিয়াকে বলা হয় পাপ-আত্মাদের দুনিয়া। অপরটি হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া, অর্থাৎ নির্বিকারী দুনিয়া বা নতুন দুনিয়া। দুনিয়া কিন্তু একটাই- দুটো নয়। তেমনি ঘর অর্থে ধাম তাও একটা, দুটো নয়। শুরুতে যাকে নতুন ঘর বলা হয়, ধীরে ধীরে সেটাই পুরোনো হতে থাকে। যেমন, এই ভারতই যখন নতুন অবস্থায় ছিল, তাকে বলা হতো সত্যযুগ, কিন্তু বর্তমানে তার পুরোনো অবস্থার জন্য তাকেই বলা হয় কলিযুগ। মানুষের এত দুঃখ-কষ্টের কারণের জন্য একেই বিকারী দুনিয়াও বলা হয়। কিন্তু এই বিশ্বই যখন নতুন অবস্থায় ছিল, ভারতও তখন নতুন ছিল। বিশ্ব-সৃষ্টি জগৎ পুরোনো হওয়ায় সাথে সাথে ভারতও পুরোনো হয়েছে এখন। নতুন ভারতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। যা একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, আর তখন অন্য কোনও দেশও ছিল না। যা গত ৫-হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। এই ভারতকেই তখন স্বর্গ-রাজ্য বলা হতো। এরপর গুন ও শক্তির মান অর্থাৎ কলা দুই ভাগ কম হওয়াতে, ত্রেতাতে রাম-সীতার রাজত্ব চলে। দেবতারা তখন ক্ষত্রিয়-ধর্মে

এসে যায়। সত্যযুগ আর ত্রেতা এই দুইয়ের মিলিত ধামকে সুখধাম বলা হয়। এরপর দ্বাপর থেকেই দুঃখধাম শুরু হয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় ভক্তি-মার্গ। যে ভারত ইতিপূর্বে এত শান্তি-সদগতির দেশ থাকে, সে তখন হয়ে পড়ে দুর্গতি অবস্থায়। শুরুতে সত্যযুগে ১৬-কলা শান্তি-সদগতি, তারপর ত্রেতায় ১৪-কলা শান্তি-সদগতি, এরপরেই দ্বাপর থেকে যখন বাম-মার্গ শুরু হয়, তখন থেকেই ভারতবাসীদের দুঃখের দিন শুরু হয়। আর এই দুঃখের কারণ হলো রাবণ। বর্তমান সময়টা রাবণের রাজত্ব। তাই রাবণের মত অনুসারেই চলতে হয় সবাইকে। ফলে ঈশ্বরকেও সঠিক ভাবে জানতে পারে না কেউ। অথচ, যে ঈশ্বরের মত সর্বশ্রেষ্ট ও সর্ব্বোচ্চ মত। তাই তো এখনও একথা প্রচলিত আছে। তোমরা (বি.কে.-রা) এখন এসেছো, নতুন দুনিয়ায় নিজেদের ভাগ্যের জাগৃতি আনতে। অপরদিকে জগতের মানুষেরা পুরোনো দুনিয়ার জন্য কত কিছুরই প্রয়াস চালাচ্ছে।

তোমরা জানতে পেরেছো, নিকটেই মহাভারতের ভীষণ যুদ্ধ হতে চলেছে এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশের লক্ষ্যে। কিন্তু, বিনাশের পূর্বে নতুন সৃষ্ঠিরও তো প্রয়োজন। তাই বাবা এখন এই নতুন সৃষ্টির রচনা রচাচ্ছেন (তোমাদের দ্বারা)। তোমরা বি.ক.-রা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান। এর পূর্বে তোমরাই ছিলে আসুরী সন্তান। কিন্তু এখন তোমরা সদা পবিত্র পতিত-পাবনের সন্তান হয়েছো, সুখধামের আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবার লক্ষ্যে অর্থাৎ দেবতা পদ লাভ করার জন্য, অসীম বেহদের বাবার কাছে থেকে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে। তাই অসীম বেহদ থেকে বাবা আবার এসেছেন, তোমাদেরকে বেহদের সুখ দেবার জন্য। ভারতবাসীরা এখন কানাকড়িহীন দুর্দশা অবস্থায়। সেই রাজ-তন্ত্রের যুগ আর নেই, তাই রাজাও কেউ নেই। এখন প্রজারাই প্রজাদের শাসক। পূর্বে যারা পবিত্র দেবী-দেবতা ছিল, তারাই এখন পতিত অবস্থায়। তাই তো লোকেরা এমন ভাবে ডাকতে থাকে- "হে পতিত পাবন, তুমি এসো।" রাবণকে তো কতই জ্বালাতে থাকো, রাবণ কিন্তু ভষ্ম হয় না তাতে। সত্যযুগে তো আর রাবণকে জ্বালাবার প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু সত্যযুগ হলো "ওয়ার্ল্ড অলমাইটী অথোরিটী" (সমগ্র বিশ্বের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর) দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। কিন্তু বর্তমান সময়ে সকলেই নরকবাসী হয়ে পড়েছে। অতএব তোমাদের এই পাড় পেড়িয়ে ভবপারের ওপারে যেতেই হবে। আর এর হাল ধরার কাণ্ডারী কেবল একজনই, যিনি স্বয়ং এসে সাথে করে বিষয়-সাগর থেকে ক্ষীর-সাগরে পৌঁছে দেন। বর্তমান দুনিয়ায় যারা ঐশ্বর্যশালী, সুখ ভোগের মধ্যে থেকে তারা ভাবে, এখনকার এই দুনিয়াই স্বর্গ-রাজ্য। আর যারা গরীব, তারা অবশ্যই নরক ভোগ করছে। আসলে তাদের প্রকৃত ধারণাটাই যে নেই, প্রকৃত স্বর্গ-রাজ্য বলা চলে কাকে! কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা এখন তা জানো। সত্যযুগ হলো পারসনাথ আর পারসনাথীনীদের রাজত্বের রাজ্য। তোমরা এখন তোমাদের প্রকৃত বাবাকে খুঁজে পেয়েছো। আর উনি যখন বাবা, সেক্ষেত্রে তো তার সম্পদেরও অধিকারীর আশীর্ব্বাদও পাবে তোমরা। তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত, এই তোমরাই একদা শান্তিধামবাসী ছিলে। সেই পরমধাম থেকেই এখানে এসেছো নিজের কর্মফল অনুযায়ী কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে। কিভাবে বা কোন কারণে এই ৮৪-জন্ম নিতে হয়, তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে তার হিসেবও বুঝিয়ে দেন বাবা।

বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, বর্তমান সময়কালটা কলিযুগের অন্তিম পর্ব। তাই এই সময়ে তোমরা এখানে বসে স্বয়ং বাবার কাছ থেকে সহজ রাজযোগের শিক্ষা পাচ্ছো।" আগ্রহের সাথে তোমরাও বলো- "বাবা, আমরাও সূর্যবংশী ঘরানার মতন অবশ্যই তৈরী হবো।" -আর এটাই তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এটা তো স্বয়ং ভগবানের ঈশ্বরীয় পাঠশালা। ভগবান উবাচঃ -"বাচ্চারা, আমি স্বয়ং এসেছি তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা-রূপে গড়ে তুলতে। ফলে তোমরা রাজাদেরও রাজা হতে পারো।

অতএব, বাবার সাচ্চা-বাচ্চা হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকারী হও। বাবার এই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারলে, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে। যেহেতু এই বাবা হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ সর্ব্বোচ্চ। ইনি হলেন নিরাকার ভগবান, না তো সাকারী আর না আকারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা আকারী দেবতা। ওনাদের ভগবান বলা চলে না। ভগবান তো কেবল একজনই, কিন্তু ভক্ত অসংখ্য। বাবা বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করছেন- মোট ভক্ত কত হতে পারে ? -- ৫০০ বা ৬০০ কোটি ? ভক্তি-মার্গের সেই ভক্তরাই ধর্ম-স্থানগুলিতে ঠেলা-ধাক্কা খাচ্ছে আর দরজায় দরজায় মাথা ঠুকছে। কেউ এখানে তো কেউ ওখানে। অবিনাশী বিশ্ব নাটকের চিত্রপট অনুসারে তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাট্যমঞ্চের অভিনয়কারী। অতএব নাটকের সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক-কে তো জানার প্রয়োজন আছে। অথচ, এসব কিছুই জানো না তোমরা। সত্যযুগে যারা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিল, তাদেরই মহিমা কত ভাবেই কীর্তন করা হয়। তারাও কিন্তু তোমাদের মতনই মনুষ্যই ছিল, তবে কেন তাদের এত মহিমা করা হয় ? - যেহেতু ঈশ্বর তাদেরকে তেমনই গুণবান করে তৈরী করেছিলেন বলে। এখনও আবার সেই বাবা-ই তোমাদেরকে তেমনি করেই গড়ে তুলছেন, অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতায়। তারপরে তোমরাও ক্রমে ক্রমে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয় ..... ইত্যাদি হবে। নতুন দুনিয়ায় অবস্থান করার সময় যারা দেবতা, তারাই আবার পুরোনো দুনিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে তমোপ্রধান পতিতে পরিণত হয়। আবার বাবা এসে তোমাদেরকে সেই পূর্বের মতন উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। কানা-কড়ির দৈন্যদশা থেকে হীরে তুল্য বানান। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে বাবাকে চিনতে পারো, আবার কেউ বা অর্দ্ধেক বা কিছুটা। এই অর্দ্ধেকদেরই সৎ-বাচ্চা (বিপিতা) বলা হয়। তারা নিশ্চয়তার সাথে এ কথাও বলতে পারে না যে- বাবা, আমি অবশ্যই পবিত্র হয়ে, সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবোই হবো। তাই তারা বাবার সহযোগী বাচ্চাও হতে পারে না। সাচ্চা-বাচ্চা হতে গেলে মা-বাবার স্নেহের ও ওনাদের অনুসারী বাচ্চা হতে হয় যে। একমাত্র এমন বাচ্চারাই বলতে পারে- "বাবা, আমরা তো তোমারই ছিলাম, কিন্তু অর্দ্ধ-জল্প পরে তেমাকে ভুলে গিয়ে মায়ার বশে এসে গেছি। এখন আবার তোমার হয়ে পড়েছি। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় পতিতদেরই যত মান-সন্মান। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে এমনটা হয় না মোটেই।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে শরীর ছাড়ার পূর্বে আত্মার এমন সাক্ষ্যাৎকারও হয় যে, বর্তমানের শরীর ত্যাগ করে কেমন বালক হতে চলেছে। আর তা হয় আত্মার আয়ু পুরো হলেই। সেখানে অকালে কারও মৃত্যুও হয় না। অতি সহজ ভাবে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। অনেকটা যেন সাপের খোলস্ ত্যাগ করা বা গুন-গুন্ গুঞ্জন করা ভ্রমর পতঙ্গের পরিবর্তনের মতন। ভ্রমরদের মধ্যেও কত সুন্দর বুদ্ধি। কিন্তু আজকালকার মানুষদের মধ্যে সেই বুদ্ধিটুকুও নাই। তোমরা বি.কে.-রা এখন তেমনই জ্ঞানের গুন্-গুন্ গুঞ্জন করা প্রকৃত ভ্রমর। তোমরাই অন্যসব পতঙ্গরূপী মানুষদের সামনে জ্ঞানের গুন্-গুন্ গুঞ্জন করে তাদেরকেও মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হবার পালনা দাও। তাই তো বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে এমন সুখী বানাতে আর সহজ রাজযোগ শেখাতে। ইতিপূর্বেও বাবা তোমাদের এই রাজযোগ কবে শিখিয়েছিলেন, এখন তা তোমরা কেউ জানো না। তাই বাবা বলছেন- "আমার মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কেবলমাত্র আমার এই শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজেরা শ্রেষ্ঠ হও। যেহেতু বর্তমান জগৎ-এ অন্য সবাই যেখানে চলছে আসুরী-মতে। 'ভগবান সর্বব্যাপী'- এই ধারণার জন্যই ভারতের আজ এমন মূল্যহীন কানা-কড়ি তুল্য দৈন্য অবস্থা। ফলে অন্যের থেকে ঋণও নিতে হয়। প্রকৃত ভগবান কে, তিনি থাকেনই বা কোথয় - এসব কিছুই জানে না মানুষেরা। বাস্তবে, ভগবান তো নিরাকার, তবে কেন এদিক-ওদিক

খুঁজতে যাবে তাকে ? ভগবান একথাও জানাচ্ছেন : তোমরা নিজেরাই বলো যে, তোমরা শিবানন্দের অনুসরণকারী শিবানন্দ-পন্থী। কিন্তু কৈ, তাকেও তো সেভাবে অনুসরণ করো না তোমরা! যেখানে আজকাল তার কত মান-সন্মান। শ্রীমৎ যে কেবল এই এক বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার, এমনটা কিন্তু জানে সবাই। তাই তো এখন তোমরা এখানে এসেছো, ঈশ্বরের শ্রীমৎ অনুসারে চলে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকার লাভ করার লক্ষ্যে। বাবা এও জানাচ্ছেন, যারা ভক্তিমার্গের রীতি-নীতিতে কেবল ঠেলা-ধাক্কা খেতেই অভ্যস্ত, তারা প্রকৃত ভগবান অর্থাৎ আমাকে আদৌ জানেই না। তারা এটাও জানে না যে, ভগবান স্বয়ং বি.কে. বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে, তাদেরকে আশীর্ব্বাদী-বর্সার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তোমরা বি.কে.-রা এখন ভক্তি-মার্গের সেই ঠেলা-ধাক্কা থেকে রেহাই পেয়েছো। ভগবান উবাচঃ - "আমি এসেছি তোমাদেরকে দেবতা বানাবার উদ্দেশ্যে। কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই জানো, ভগবান স্বয়ং এসে ওনার বাচ্চাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিকানার আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। তেমনি তোমরা বি.কে. বাচ্চারাও যথাযথ পুরুষার্থের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো। যেখানে তোমাদের এই বাবা স্বয়ং সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা।" অতএব, এখন থেকে আর তোমাদের ঠেলা-ধাক্কা খাবার প্রয়োজন নেই। ভক্তি-মার্গে থেকে হাজার ঠেলা-ধাক্কা খেয়েও ভগবানকে পাওয়া যায় না। আর এখানে বসেই তোমরা স্বয়ং বাবার থেকে সুখধামের প্রকৃত সুখের আশীর্ব্বাদী-বর্সা কত সহজেই পাও। বি.কে.-রা বাদে বাকীরা সবাই বাবার থেকে কেবল শান্তিধামের আশীর্ব্বাদী-বর্সা পায়। তাই বর্তমানে আগের পাপ অর্থাৎ দুঃখের খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তোমরা তোমাদের সুখের খাতায় পুণ্য জমা করতে থাকো। বাকী অন্যেরা যে যার নিজ নিজ সাজা ভুগে (শান্তিধামে) নিজের নিজের বিভাগে যাবে।

বাচ্চারা তোমরা তো এই গীত শুনেই বুঝতে পারলে, নতুন দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে, নিজের সৌভাগ্যের উদয় করতেই এখানে আসা। সেই সৌভাগ্য আবার ২১-বার-জন্ম নেবার ফলে কিছুটা পুরোনো হয়ে যায়। যে যেমন ভাবে পুরুষার্থ করবে প্রাপ্তিও তার তেমনি - তা সে সূর্য-বংশী রাজত্ব পাবার লক্ষ্যেই হোক, কিম্বা খুব ধনী প্রজাই হোক, অথবা গরীব প্রজা হবার লক্ষ্যে। কোনও কোনও প্রজা তো এমন ধনীও হয় যে, রাজাও তার থেকে ঋণ নেয় কখনও কখনও। অবশ্য এখনও কোনও কোনও এমন ধনী ব্যাক্তিও আছে। কিন্তু, সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে এমন কিছু হয় না। যারা পূর্বে রাজা-রাণী হয়, তাদের মধ্যেই কেউ কেউ অতি-ধনী হয়। বিশাল-বিশাল মহলে বাস করে তারা। এবার তোমাদের নিজের নিজের মর্জি - যেমনটি ইচ্ছা তেমনটি হও। এই দুনিয়ায় প্রত্যেকেই এখন খুব দুঃখী। তাই বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদেরকে সদাকালের স্বর্গ-রাজ্যের সুখ দিতে অর্থাৎ স্বর্গবাসী বানাতে। যেহেতু এখন তোমরা নরকবাসী, আবারও এখানে এই নরকে জন্ম নিলে তো সেই নরকবাসীই হতে হবে। তাই তো তোমরা এখন স্বর্গবাসী হবার লক্ষ্য নিয়ে পুরুষার্থ করছো এখন। বাবার শরীরের কোনও নাম নেই। কিন্তু, মনুষ্যের ৮৪-জন্মে ৮৪-নাম হয়। তাও ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল - সবই ভিন্ন। কিন্তু শিববাবার না তো আকারী, আর সাকারী, কোনও শরীরই থাকে না। বাবা জানাচ্ছেন- উনি কেবল অন্যের (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার বানান। আর উনি আসেনও তখন, যখন সেই শরীরের বানপ্রস্থ অবস্থা হয়। এই অবিনাশী নাটকের পটচিত্র সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড চিত্রায়িত হয়ে চলেছে। বাবার সাথে ওনার বাচ্চাদের এই সাক্ষ্যাৎকার পূর্ব কল্পেও ঘটেছিল। যা এখন আবার ঘটছে, ভবিষ্যতে আবারও তা ঘটবে। যা সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়ে চলেছে - সেটাই ড্রামা। বাবাও স্বয়ং এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা। বাবা জানাচ্ছেন, উনি এসে ওনার বি.কে. বাচ্চাদেরকে হীরে-তুল্য গড়ে তোলেন। যেহেতু এই বাবা বাচ্চাদের কাছে

অতি বাধ্যের, অতি প্রিয় থেকেও প্রিয় বাবা এবং তিনিই শিক্ষক আর সদগুরুও বটে। কিন্তু ওনার কোনও বাবা, শিক্ষক বা সদগুরু নেই। অথচ, সবার বাবা উনি স্বয়ং। যেহেতু একমাত্র উনিই যে সর্বজ্ঞ - তাই ওনার কোনও গুরু হয় না। যেখানে উনি স্বয়ং সবার সদগতি দাতা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভ্রমরের মতন এই জ্ঞানকে গুন্-গুন্ গুঞ্জন করে সাধারণ মানুষদের দেবতা বানাবার সেবা করতে হবে। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে সদা নিজে সুখী থেকে অন্যদেরও সুখী বানাতে হবে।

২) উন্নত ভাগ্য তৈরী করার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে নিজেকে অবশ্যই পবিত্র বানাতে হবে। সবাইকে এই বিষময় বিষয়-সাগর থেকে ক্ষীর-সাগরে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বাবার মতন দক্ষ-কাণ্ডারী হতে হবে।

বরদান :- ঈশ্বরীয় প্রসন্নতার স্পন্দন দ্বারা সবাইকে শান্তি আর শক্তির অনুভব করানোতে সক্ষম সর্ব-প্রাপ্তি স্বরূপ হও

বিস্তার :- যে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ বাচ্চা- তার চেহারার দ্বারা ঈশ্বরীয় প্রসন্নতার স্পন্দন অন্য আত্মাদের প্রতিও পৌঁছায়। ফলে সেও শান্তি আর শক্তির অনুভূতি পায়। যেমন, ফলদানকারী বৃক্ষ নিজের শীতল ছায়াতে মানুষদেরও শীতলতার অনুভব করায়, ফলে মানুষেরা প্রসন্ন হয়, তেমনি তোমার প্রসন্নতার স্পন্দনে নিজের প্রাপ্তির ছায়া দ্বারা তন-মনের শান্তি আর শক্তির অনুভূতি করাও।

স্লোগান :- যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে, যে কোনও পরিস্থিতিই তার কাছে যেন খেলা অনুভব হয়।